দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 JUN 1993
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

এইচ, এস, সি পরীক্ষার সাফল্যের উপর শিক্ষা জীবনের ভবিষ্যৎ জড়িত —ইত্তেফাক

এইচ, এস, সি পরীক্ষা

তোমাদের জন্য শুভেচ্ছা

গতকাল সারাদেশে ১৯৯৩ সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শিক্ষাজীবনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। কারণ এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে উচ্চ শিক্ষার বিষয়টি নির্ধারিত হবে। এইচ, এস, সি পাসের পরই উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। কাজেই এই পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের উপর নির্ভর করে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন। আজীবন স্বপ্ন ছিল হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা মেডিকেল কলেজে পড়ার। কিন্তু এইচ, এস, সিতে ভালো ফলাফল না করলে সে আশায় গুড়েবালি। আজকাল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সর্বত্র। অনেক ক্ষেত্রে চমৎকার রেজাল্ট নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছেন না অনেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী শিক্ষা বর্ষে বোর্ড ষ্ট্যান্ড করা অনেক ছাত্র-ছাত্রীও ভর্তির সুযোগ পায়নি। কেউ কেউ সুযোগ পেয়েছে ইসলামের ইতিহাস, ইসলামিক ষ্টাডিজ অথবা অন্যান্য বিষয়ে। ১৯৯২ সালে এইচ, এস,সি পরীক্ষায় ৪টি বোর্ডে পাসের হার ছিল গড়ে ৫০ দশমিক শূন্য ৪ভাগ। দেশে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তির আসন সংখ্যা থাকে প্রায় ২২ হাজার। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৩শ, বুয়েটে ৫১০, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ৯'শ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ শত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫শত, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ শত ৫৫, ৮টি মেডিকেল কলেজে ১২ শত, ১টি ডেন্টাল কলেজে ৫৫, বি আই, টি সমূহে ৭২০, ৩ টি কৃষি কলেজে ২২০, সিলেট প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০, একটি লেদার টেকনোলজি কলেজে ৭০ টি আসন রয়েছে। প্রতি বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসমূহ ও বুয়েটে ভর্তির চাপ পড়ে বেশী। তবে আশার কথা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। যারা এইচ, এস, সি পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা এখন চিন্তা করুন কিভাবে পরীক্ষা ভালো দেওয়া যায়। কারণ আপনার এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারটি নির্ভর করছে।

মন স্থির রেখে পরীক্ষায় বসুন। প্রথমে প্রশ্নপত্র একবার পড়ে নিন। কতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। তাড়াহুড়া করবেন না। শান্ত মনে প্রশ্নের উত্তর লিখতে থাকুন। দেখবেন পরীক্ষা এই বিষয়টি খুব সহজ হয়ে আসবে আপনার কাছে। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন প্রতিযোগিতায় বসেছেন আপনি। অনেকের মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। ধরা যাক, আপনার আজীবন স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন আপনি। আসন সংখ্যা মাত্র তেত্রিশশত। প্রায় প্রতি বছর একটি আসনের জন্য ১২ থেকে ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। তাই বলে আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। ১২ বা ১৩ জনের মধ্যে আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেই হবে। অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠা থাকলে আপনি তা পারবেন।

যারা এইচ,এস,সি পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপাম কিছু তথ্য দিয়ে রাখি। আগামী বছর বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেডিকেল কলেজসমূহে প্রায় একই সাথে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। কাজেই একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি চেষ্টা করার সুযোগ নাও পেতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯২-৯৩ সেশনের ভর্তির ক্ষেত্রে 'খ' ইউনিটে প্রার্থীদের প্রাথমিক যোগ্যতা হিসাবে বলা হয় উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় মানবিক শাখায় উত্তীর্ণ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমতুল্য পরীক্ষায় অন্ততঃ দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ ভর্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারবে। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণও ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। যে বিষয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সে বিষয়ে বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রার্থীর কমপক্ষে ৪৫% নম্বর থাকতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মানবিক ও মাদ্রাসা বোর্ডের মানবিক শাখায় আলীম পাস ছাত্র-ছাত্রীগণ এই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ভর্তির জন্য মনোনয়ন দান : ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের মান যথাক্রমে ৪০ ও ৬০ ধরা হবে।

বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা : আইন, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের কয়েকটি বিভাগে ভর্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ শর্ত পূরণ করা আবশ্যক : ইংরেজী বিভাগে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজীতে ২৫-এর মধ্যে অন্ততঃ ১১ পেতে হবে। আইন বিভাগে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজী অথবা বাংলায় ২৫-এর মধ্যে অন্ততঃ ১০ নম্বর পেতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজীতে অন্ততঃ ১০ নম্বর পেতে হবে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজী অথবা বাংলায় ২৫ এর মধ্যে অন্ততঃ ১০ নম্বর পেতে হবে। লোকপ্রশাসন বিভাগে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজীতে অন্ততঃ ৮ নম্বর পেতে হবে। অর্থনীতি বিভাগে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অর্থনীতি/গণিত বিষয়ে ২০০ নম্বরের ভিতর শতকরা ৫৫ নম্বর থাকতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় যেসব প্রার্থী প্রতি পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়েছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫% নম্বর পেয়েছে কেবল সেসব প্রার্থীই বাংলা বিভাগে ভর্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল এবং আলীম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আরবী এবং ইসলামিক ষ্টাডিজ বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ভর্তি হতে হলে ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজী উভয় বিষয়ে অন্ততঃ ৫ নম্বর পেতে হবে। আরবী এবং ইসলামিক ষ্টাডিজ বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজী ও বাংলা নম্বরের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। উল্লেখিত বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজী উভয় বিষয়ে অন্ততঃ ৫ নম্বর পেতে হবে। আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চাপ লেগেই আছে। যারা এইচ, এস, সি পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের প্রতি আমাদের অভেচ্ছা রইলো। মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণ করে জয়ের মালা আপনাদের ছিনিয়ে নিতেই হবে। ❑ নিজস্ব প্রতিবেদক

মন স্থির রেখে পরীক্ষায় বসুন। প্রথমে প্রশ্নপত্র একবার পড়ে নিন। কতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। তাড়াহুড়া করবেন না। শান্ত মনে প্রশ্নের উত্তর লিখতে থাকুন। দেখবেন পরীক্ষা এই বিষয়টি খুব সহজ হয়ে আসবে আপনার কাছে।